

সেই দিন এই মাঠ

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—

এই নদী নক্ষত্রের তলে

সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর কবে!

আমি চ'লে যাব ব'লে

চালতামূল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে

নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?

লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর কবে !

চারিদিকে শান্ত বাতি— ভিজে গন্ধ— মৃদু কলরব ;

খেয়ানোকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;

পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল ;—

এশিরিয়া ধুলো আজ— বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

তোমরা যেখানে সাধ

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও— আমি এই বাংলার পারে

র'য়ে যাব ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;

দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে

ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে

নেচে চলে— একবার— দুইবার— তারপর হঠাৎ তাহারে

বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;

দেখিব মেয়েলি হাত সঙ্কল্প— শাদা শীখা ধূসর বাতাসে

শঙ্খের মতো কীদে : সন্ধ্যায় দীড়াল সে পুকুরের ধারে,

খইরজা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে—

'পরশ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,

চ'লে যায় কুয়াশায়,— তারপর দূরে নিকরদেশে
হারায় না ভাবে আমি— সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

বাংলার মুখ আমি

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের সুপ
জাম— বট— কাঁঠালের— হিজলের— অশথের ক'রে আছে চূপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে !
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল— বট— তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল : বেহুলাও একদিন গাঙড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেনি— একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খজনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভীষণ ফুল ফুড়ের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

যতদিন বেঁচে আছি

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া